45

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... 17 JUL 1997 ...
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৪

চারুকলা'র অচলাবস্থার অবসান হয় নাই

আনোয়ার আলদীন ॥ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইন্সটিটিউটে গত ২২ দিন ধরিয়া অচলাবস্থা চলিতেছে। ছাত্রদের ক্লাশ, পরীক্ষা, সৃজনশীল চিত্রকর্ম নির্মাণ ও একাডেমিক কর্মকাণ্ড সবকিছু বন্ধ হইয়া আছে। গত ২২শে জুন বিশ্ববিদ্যালয় সিণ্ডিকেটের সভায় চারুকলার একমাত্র ছাত্রাবাস শহীদ মুক্তিযোদ্ধা শাহনেওয়াজ ভবন ভাঙ্গিয়া বহুতল টাওয়ার নির্মাণের জন্য

(২য় পৃঃ ৪-এর কঃ দ্রঃ)

চারুকলা

(১ম পৃঃ পর)

গৃহীত সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে গত ২৪শে জুন হইতে ছাত্ররা কালো-ব্যাজ ধারণ, ধর্মঘট, ছাত্রত্বত্যাগ, প্রতিবাদী কার্টুন অঙ্কন, সড়ক অবরোধ, শিল্পকর্মের বিনাশসহ বিভিন্ন আন্দোলন কর্মসূচী পালন করিয়া আসিতেছে। চারুকলার শিক্ষকরা ছাত্রদের দাবীর সহিত একাত্মতা প্রকাশ করিলে এই অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়।

এদিকে চারুকলার ছাত্ররা আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে সিণ্ডিকেটের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার এবং শাহনেওয়াজ ভবনকে ৪ শত সীটবিশিষ্ট একটি হলে রূপান্তরের দাবী জানাইয়া বলিয়াছে, অন্যথায় সমগ্র বিশ্ববিদ্যালয় অচল করিয়া দেওয়া হইবে। সিণ্ডিকেটের সভায় নিউমার্কেটের পশ্চিম পার্শ্বস্থ শাহনেওয়াজ ভবন ভাঙ্গিয়া বহুতলা বিশিষ্ট সুপার মার্কেট ও আবাসিক ভবন, পরিকল্পিত ভবনের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় তলায় সুপার মার্কেট, ৪র্থ তলা হইতে ১২ তলা পর্যন্ত অফিস এবং আবাসিক ব্লক হিসাবে ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। শাহনেওয়াজ ভবনের আবাসিক ছাত্রদের এফ, রহমান হলের ৪র্থ ও ৫ম তলায় স্থানান্তর এবং শাহনেওয়াজের প্রতি শ্রদ্ধা জানাইয়া এই ভবনের পার্শ্বে একটি আর্ট গ্যালারী নির্মাণ এবং ভবনের আয় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মানোন্নয়নের পাশাপাশি চারুকলার সৃজনশীল কর্মে ব্যয় করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। চারুকলার ছাত্ররা সিণ্ডিকেটের এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে প্রথম পর্যায়ে বিক্ষোভ কর্মসূচী পালন করে। পরে গত ২৪শে জুন হইতে লাগাতার আন্দোলন শুরু করে।

গত সোমবার চারুকলার ক্যাম্পাসে ছাত্রদের বিক্ষোভ চলাকালে শিক্ষকদের অনুরোধে ভিসি প্রফেসর এ,কে, আজাদ চৌধুরী চারুকলায় যান। এই সময় ছাত্ররা তাহাদের দাবী বাস্তবায়নের ঘোষণা দেওয়ার জন্য ভিসিকে অনুরোধ জানায়। ভিসি ছাত্রদের উদ্দেশে বলেন, আমার একার পক্ষে সিণ্ডিকেটের সিদ্ধান্ত বাতিল করা সম্ভব নয়। আগামী ৫/৬ দিনের মধ্যে অনুষ্ঠিতব্য সিণ্ডিকেটের সভায় বিষয়টি উত্থাপন করা হইবে। গতকাল ভিসি প্রফেসর আজাদ চৌধুরী এই প্রতিনিধিকে বলেন, মুক্তিযুদ্ধের চেতনার সহিত সম্পৃক্ত সৃজনশীলদের স্মৃতি রক্ষার্থে আমরা বিষয়টি নূতন করিয়া ভাবিতেছি। অচলাবস্থা নিরসনকল্পে আমরা ছাত্রদের দাবী মানিব এমন নয়। তবে দেশ বরেণ্য মুক্তিযোদ্ধা শিল্পী ও শিক্ষকদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাইয়া তাহাদের দাবী মানিয়া নেওয়া হইতে পারে। কারণ শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরী হইতে হাশেম খান পর্যন্ত অনেক বরেণ্য শিল্পী শাহনেওয়াজ ভবনে থাকিয়া চারুকলায় লেখা-পড়া করিয়াছেন। ভিসি জানান, সরকারের প্রতিশ্রুতি মাফিক বিশ্ববিদ্যালয়ে যে দুইটি নূতন হল নির্মাণ হইবে উহার একটি হলের একাংশ চারুকলার ছাত্রদের উপযোগী করিয়া নির্মাণের পরিকল্পনা রহিয়াছে। জানা গিয়াছে সিণ্ডিকেটের আগামী সভায় শাহনেওয়াজ ভবন ভাঙ্গিবার সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করা হইতে পারে।

উল্লেখ্য, শাহনেওয়াজ ভবনটি ১৯৪৮ সাল হইতে চারুকলার ছাত্রাবাস হিসাবে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। '৪৮ সালের পূর্বে ভবনটি 'সোশাল ওয়েলফেয়ার কলেজের একটি অংশ ছিল। ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চের কালোরাত্রে পাক হানাদার বাহিনীর হাতে চারুকলার ছাত্র শাহনেওয়াজ নিহত হইলে পরবর্তীতে তাহার নামে ভবনটির নামকরণ করা হয়। বর্তমানে এই ভবনে শতাধিক ছাত্র বসবাস করে। কয়েকজন ছাত্র জানায়, এখানে নির্দিষ্ট ৪/৫টি কক্ষে কিছু সংখ্যক ছাত্র নিয়মিত গাঁজার আসর বসায়।